ব্যস্ত সবাই

সায়েবা সিদ্দিকা নওরীন
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৭
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

আমি আমার ভাই
স্কুলেতে যাই,
আব্বু-আম্মু সবাই মিলে
ভীষণ ব্যস্ত তাই।
আম্মু খুঁজে সাইডব্যাগ
আব্বু খোঁজে ছাতা,
ভাই খুঁজে পেন্সিল-রাবার
আমি খুঁজি খাতা।
রেডি হয়ে গেটে এসে
দাঁড়িয়ে থাকি রিকশার জন্য
ভাই যাবে আব্বুর সাথে
আম্মু আর আমি,
রাস্তায় দাঁড়িয়ে রিকশাওয়ালার সাথে
চলে দামাদামি।
স্কুল গেটে নামিয়ে দিয়ে
আম্মু যাবে বাসায়,
আব্বু যাবে অফিসে
ব্যস্ত সবাই ঢাকায়।

একুশ মানে

জান্নাতুল ফেরদৌসী
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

একুশ মানে মুক্ত চেতনা
মুক্তবাদের মন্ত্র,
একুশ মানে আমরা বুঝি
স্বাধীন ভাষাতন্ত্র।
একুশ মানে মুষ্টি হাতের
বজ্র কণ্ঠে চিৎকার,
প্রতিবাদের অগ্নিমূর্তি
স্বাধীনতার রূপকার।
একুশ মানে কবির খাতায
জ্বলে ওঠা রোদ্দুর,
দাবিদারের অপার সাহস
জনতার সমুদ্দুর।
একুশ মানে প্রাণ বিনিময়
বাংলা ভাষা আদায়,
একুশ মানে প্রাণের দাবি
জুলুমবাজের বিদায়।

কোরবানি

জান্নাতুল ফেরদৌসী
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

কেউবা কেনে লড়াইয়ের ষাঁড়
কেউবা বকনা গরু,
কেউবা কেনে ছাগল ভেড়া
কারো চিন্তা শুরু।
কেউবা কেনে লক্ষ টাকায়
কেউবা হাজার বিশ,
গরিব-দুঃখী করুণ মুখে
বলছে কেবল, 'ইস'!
বেতন ভাতা অল্প টাকা
বুনতে হবে ভুঁই,
ঈদের দিনে মুরগি কিনে
দুঃখ কোথায় থুই।

নারী

নুসরাত আমিন নামিকো
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

মানুষ কেন বলে মোদের
নারীর নিজস্ব নাই কিছু।
আমি তো দেখি জগৎ চলে
নারীর পিছু পিছু।
বাপের ঘরে লক্ষ্মী আমি
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরে জননী আমি
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণ।
আমার থেকে আপন করতে
আর কি কেউ পারে?
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসেও
পরকে বাঁধি ঘরে।

সময়ের মূল্য

অমৃতা পোদ্দার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৮
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

টিক টক টিক টক চলে যে সময়
'সময়ানুবর্তী হও'- সবারে সে কয়।
ঝুলে থাকে সারাক্ষণ ঘড়িটা ঐ দেয়ালে,
সূর্যও ওঠে প্রাণে, ডুবে শেষ বিকালে।

বিশ্বাস এবং অধ্যয়নে হলে নিয়মিত।
হবে তবে সুন্দর-অনন্য চরিত।
প্রকৃতিও সর্বদা চলে সময়মতো,
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এভাবে বসন্ত।

পূর্ণিমা-অমাবস্যা প্রতি পনেরো দিন পরে,
গ্রহ এবং স্যাটেলাইট তাদের পথ থেকে না সরে।
সময়ের সাথে চলাকে 'সময়ানুবর্তী কয়,
সকল মহামানবেরই এই গুণ রয়।

আনিকা ও শারিকা

নয়নিকা আক্তার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২৪
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

ওই আমাদের আনিকায়
মিষ্টি বাখরখানি খায়,
সর্দি হলে বরফ দিয়ে
গরম গরম পানি খায়।

তার যে সাথি শারিকায়
ভাত দিয়ে তরকারি খায়,
তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে
মাথায় মাথায় বাড়ি খায়।

ঘুম নেই

নয়নিকা আক্তার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২৪
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

পূর্বাকাশে চাঁদ উঠেছে
মেঘের দেশে ঐ,
খুকুর চোখে ঘুম আসে না
চাদের বাড়ি কই?
ঝোপের ধারে জোনাক জ্বলে
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,
ঐ যে দূরে শিয়াল মামা
দিচ্ছে জোরে হাঁক।
ঘুম পরীরা কোথায় গেল
খুকুর কাছে আয়,
ঘুমপাড়ানি মাসিও নাই
খুকুর বিছানায়।
স্বপ্নালোকের গল্পরানী
মোদের বাড়ি এসো
চোখ জুড়ানো মন ভুলানো
গল্প নিয়ে বসো।
শোলক বলার কাজলা দিদি
ঘুম পারাতে এসে,
তাইতো খুকু একলা কাঁদে
পুকুর পাড়ে বসে।
আয়রে ঘুমের রাজা আয়
খুকুর চোখে আয়,
মেঘে ভেসে পরীর দেশে
খুকু ঘুম যায়।

পাখি

ঐশী সরকার আঁচল
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪১
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

বনের পাখি ডানা মেলে
বেড়ায় আকাশ বনে
রাঙা ঠোঁটে গান গেয়ে যায়
মুক্ত স্বাধীন মনে।
বনের পাখি ঢেউ তুলে ওই
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মায়ের ভাষার কথা বলে
বৃক্ষ নদীর বাঁকে।

হ-য-ব-র-ল

ফারিয়া রশিদ
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

হ-য-ব-র-ল মনটা হতাশায় ভরা,
কিভাবে লিখি একটি সুন্দর ছড়া।
এ ওয়াজেদ আলী গল্পের রাজা,
না হলে পেতে হবে যেন কঠিন সাজা।
কে যে ডাকছে এই ফারিয়া, ধুর ছাই,
ছড়া লিখতে অযথা বাধা কেন পাই।
ছোট ভাই এসে বলে তাই তাই তাই,
চলো, এবার তবে মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি গিয়ে খেলাম দুধ-ভাত,
ছোট ভাই লুডুতে করলো বাজিমাত।
আবার টিভিতে দেখি বরপুত্র লারা,
ছোট্টো বলটা সে মেরে করছে তাড়া।
বাড়ি এলে পড়ে এমন হলো মনটা,
লেখা হলো না যে আমার সেই ছড়াটা।

ছোট বোন আমার

সুস্মিতা দত্ত
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৬৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

টুকটুক করে
এসেছিল যখন এই ঘরে
ভেবেছিলাম হয়তোবা
কান্না করে দেবে।

টুনটুন করে যখন তুমি
হেঁটে ছিলে মাঝে,
ভেবেছিলাম হয়তোবা
উল্টো পরে যাবে।

হা হা করে যখনতুমি
হাসতে শুরু করলে
হাসির এত কাণ্ড দেখে
মা যে কোলে তুলে নেবে।

ছুটির দিন শুক্রবার

আয়েশা সিদ্দিকা অনন্যা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৩৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

আজ হলো শুক্রবার
দেখে এলাম ক্যালেন্ডার।
আজ সবার ছুটি,
আনন্দের নেই টুটি।
বিকেলে গেলাম মাঠে,
খেলতে সবার সাথে।
ওমা! গিয়ে দেখি,
সবার আগ্রহ সেকি!
খেলতে পেলাম মজা,
সাথে বাদাম ভাজা।
সন্ধ্যায় ফিরলাম বাড়ি,
তারপর সবাই পড়ি।

মনের কথা

ফারিয়া আক্তার স্মৃতি
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৩২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

আদিম যুগই ভালো ছিল, বাস করতাম গাছে,
ভোজ সারতাম ফলে-মুলে, কাঁচা মাংস মাছে।
ছিল নাতো লেখাপড়া, কাগজ-কলম খাতা,
দিব্যি সুখে কেটে যেত পড়ে গাছের পাতা।
স্কুল-কলেজ শিক্ষাজ্ঞান, জোর কের দেয় জ্ঞান,
হাত-পা বেঁধে পাঠ্য বইয়ে, করতে বলে ধ্যান।
এমনিতেই তো ক্লাস করতে, জীবনটা হয় মাটি,
পরীক্ষাটা তার ওপর, যেন শাকের আঁটি।
মহামূল্য জীবনটা যে হচ্ছে বৃথাই নষ্ট,
ভুল সময়ে জন্মেছি হায়, এটাই বড় কষ্ট।

বাংলাদেশকে জানো

তাসমিম শিকদার বৃন্তি
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৪২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

চড়ুই পাখি ছোট্ট পাখি
দুষ্টু তুমি বড়ো
পড়ার সময় কেন এত
ঝুট-ঝামেলা করো
আমার সাথে পড়ো।
পড়তে তোমার ভাল্লাগেনা।
ভাল্লাগে ভাই কী?
বাদাম ভাজা ঘি!
আমার সাথে মান করো না
মিষ্টি সুরে গান ধরো না!
দুষ্টুমিটা ছাড়ো;
হাসতে তুমি পারো?
কণ্ঠে তোমার যাদু আছে
তাও কি তুমি মানো?
আমার সাথে পড়তে বসে
বাংলাদেশকে জানো।

আমাদের বাংলাদেশ

মিফতাহুল জান্নাত
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

আমাদের বাংলাদেশ
অনেক চমৎকার,
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেন
নেই তুলনা তার।
আমরা এই বাংলাদেশকে
অনেক ভালোবাসি।
এই দেশে জন্ম নিয়ে
আমরা গর্ব করি।

শেখ মুজিব

মুজিব মানে বীর বাঙালি
মুজিব মানে জাতির পিতা,
মুজিব দেশের পরিচিতি
মুজিব স্বাধীনতা।

একুশে ফেব্রুয়ারি

মাহিমা আক্তার স্মৃতি
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৪৬
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

এসো নবীন খোকা-খুকি
মন করো না ভারি ভারি
শহিদ ভাইদের ত্যাগ যে আজ
একুশে ফেব্রুয়ারি।

মায়ের ভাষার মান রাখতে দিয়েছে যারা প্রাণ
এসো আমরা সবাই মিলে
গাই তাদেরই গান।

জ্বরের ঘোরে

নাবিলা তাসনিম
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০৭
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

যখন আসে জ্বর
ভীষণ লাগে ডর।
ঠাণ্ডা লেগে ঘরের ভেতর
কাঁপছি যে থরথর।

জিভে নেই স্বাদ
সবকিছু বরবাদ।
গায়ের ব্যথার বিছানাতে
করছি আর্তনাদ।

শুয়ে আছি দুদিন ধরে
ঘরটা যেন খাঁচা।
ও জ্বর তোর পায়ে পড়ি
জলদি আমায় বাঁচা।

সুখের হাওয়া

ছাবিহা আক্তার মারিয়া
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

নষ্ট জীবন
নষ্ট ভাবা
কষ্ট পাওয়া শুধু
নষ্ট করে যায় না বলা
কোথায় সুখের বিধু।
কোথায় আছে সুখের আকাশ
কোথায় সুখের হাওয়া,
হঠাৎ মাঝে দেখা গেলেও
যায় না তাকে ছোঁয়া

মানব ডামি

ছাবিহা আক্তার মারিয়া
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

মানুষ আমি সৃষ্টির সেরা
গর্বের নেই শেষ
কর্ম-কাজে শ্বশুর অধম
শুধুই মানুষ বেশ।

আমার কাজে মঙ্গল নেই
অমঙ্গলেই ভরা,
তবুও মনে গর্ববোধ
আমি সৃষ্টির সেরা।

বহুদিন পর পেলাম খুঁজে
প্রতিকী মানব বেশে আমি,
মানুষ নামে চেনা হলেও
আমি মানব ডামি।

মানুষের পছন্দ

ফাহমিদা আক্তার হিয়া
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ০২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

পছন্দ কারো সুন্দর,
আবার কারো অসুন্দর
কারো পছন্দ ঝালে
আবার কারো লাল।
কারো পছন্দ কালো,
আবার কারো ভালো
কারো পছন্দ গোছালো
আবার কারো অগোছালো।
পছন্দ কারো রুচিশীল,
আবার কারো অরুচিশীল
যার রুচি যেমন,
তার পছন্দ তেমন।

ভাল্‌লাগে না

নাফিজা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ১৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

গাঁয়ের কথা মায়ের কথা
মনে হলে পরে,
ইট পাথরের শহরে মন
উথাল-পাথাল করে।

ইচ্ছে করে শালিক হয়ে
মনটা ডালে রাখি,
ইচ্ছে করে ডুব সাঁতারে
সারাবেলা থাকি।

কুমড়ো লতা পাতার ডগায়
হলুদ ফুলে ফুলে,
গুন্‌গুনিয়ে মৌমাছিরা
গান গেয়ে যায় দুলে।

মনে হলে ওসব কিছু
ভাল্‌লাগে না ঘরে,
দূরে কোথাও হারাই গিয়ে
আকাশ ধরে ধরে।

বন্ধু

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ২৯
শাখা : ক, বিভাগ : বিজ্ঞান
শিফট : প্রভাতী

মানুষের মন যেন
জাদুর এক আয়না
কিছু স্মৃতি কিছু কথা
কভু ভোলা যায় না।

জীবন বদলায়
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
বন্ধুরা থেকে যায়
মোদের হৃদয় প্রাণে।

কিছু বন্ধু জ্বেলে দেয়
মনের মাঝে আলো,
কিছু বন্ধু মন্দ
আর কিছু বন্ধু ভালো।

কিছু বন্ধু ধোঁকা দেয়
কিছু দেয় ফাঁকি,
আমার বন্ধু আলো দেয়
তাই আমি লাকি।

মা

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ২৯
শাখা : ক, বিভাগ : বিজ্ঞান
শিফট : প্রভাতী

'মাগো' তুমি কেমন আছো?
জানতে ইচ্ছে করে,
তোমার কথা মনে পড়লে
অশ্রু শুধু ঝরে।
খাবার খেতে বসি যখন
তোমার কথা ভাবি তখন
তোমার কথা মনে হলে
হৃদয় কেমন করে।
আমি বড় একা
তোমার মুখের মধুর হাসি
আমি বড় ভালোবাসি।
তোমায় ছাড়া মাগো আমি
থাকতে পারি না।
তোমায় ছাড়া এ জগতে
কিছুই চাই না।

আমার মাতৃভূমি

মেঘা চক্রবর্তী
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ৩৬
শাখা : ক, বিভাগ : বিজ্ঞান
শিফট : প্রভাতী

হে আমার মাতৃভূমি
সুজনা-সুফলা-শস্য-শ্যামল
তুমি রক্তে রাঙানো
সেই মাটি॥
যেথায় পাকিস্তানিরা
গেড়েছিল ঘাঁটি
হে আমার মাতৃভূমি
সেই তুমি
যার হৃদয় থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল
আমার মাতৃভাষা॥
যার জন্য হানাদার বাহিনীরা
পড়েছিল লোলুপ রক্ত নেশায়–
হে আমার মাতৃভূমি,
তোমার জন্য
প্রাণ দিয়েছে হাজারো মায়ের সন্তান
তোমার জন্য
হারিয়েছে হাজারো নারী তার সম্ভ্রম
হে আমার মাতৃভূমি
তুমিই স্নেহ ছাত্রী
তুমিই আনন্দময়ী,
হে আমার মাতৃভূমি
তোমার বুকে জন্মেছে হাজারো শহিদ যোদ্ধা–
তেমনি জন্মেছে
হাজারো গাজী যোদ্ধা॥
হে আমার মাতৃভূমি,
তোমার জন্যই রক্তের রাজপথে হেঁটেছে বাঙালিরা
তোমার জন্যই,
রক্তে রঞ্জিত করেছে রাজপথ॥

বিদায়

জয়িতা ধর
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ৪৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

আমি দশম শ্রেণির ছাত্রী
কিছুদিন পর হয়ে যাব
নতুন পথের অভিযাত্রী।
রবে না আমার ছায়া
রয়ে যাবে শুধু
এ স্কুলের প্রতি আমার মায়া
এ আবেগ, শুধু ডাকে আমায়
হে অভিযাত্রী, আয়
তবে আমি বলি,
রইলাম তো দশ বছর
আজ আর নয়,
হে বিদ্যাপীঠ, তোমায় জানাই বিদায়।

একুশের গান

ঐশী সরকার আঁচল
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

কোথায় শহীদ সালাম বরকত
রফিক জব্বার ভাই
ঢেলে দিয়ে বুকের রক্ত
আর তো ফেরে নাই।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা
আমরা সবাই চাই
এই দাবিতে জীবন দিয়ে
অমর হলে ভাই।

ধাঁধাঁ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়
একতারা হতে গান গেয়ে
কে চলে রাস্তায়?
ঘাটে থেকে নৌকা বাঁধা
সবুজ শ্যামল গাঁও;
বলতে পার এমন ছবি
কোথায় দেখতে পাও?

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

ধাঁধা
শান্তা রানী সরকার
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। তিন অক্ষরের নাম তার পশুর নামের রয়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে লোকের ধন হয়ে যায়?
উত্তর : গোধন।
২। ঘরের মধ্যে ঘর। নাচে কনে বর।
উত্তর : মশারি।
৩। কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিঁদুর। যে না বলতে পারে সে ধেড়ে ইঁদুর।
উত্তর : মাটির হাঁড়ি।
৪। এখান থেকে দিলাম দৃষ্টি ঐ গাছটি বড় মিষ্টি
উত্তর : ইক্ষু।

ধাঁধা
নুসরাত জাহান তুলি
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৩৮
শাখা : ক A, শিফট : প্রভাতী

১। উড়তে পারে পাখি নয়, সুচ ঢুকাই ডাক্তার নই, মানুষ খাই, ছাগল খাই কিন্তু বাঘ নই।
উত্তর : মশা।
২। বলতে পার এমন কি জিনিস আছে যা জন্মে থেকেই বুড়ো?
উত্তর : বুড়ো আঙ্গুল।

ধাঁধা
সিমরান জাহান
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৪৬
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১। কোন ফুলের রং গন্ধ কিছুই নেই?
উত্তর : এপ্রিল ফুলের।
২। কোন প্রশ্নের উত্তর সবসময় বদলে যায়?
উত্তর : এখন কটা বাজে।
৩। সে কারো সাথে ঝগড়া করে না, তবুও সে মার খায় বলো তো সে কে?
উত্তর : ঢোল।
৪। আমি কালো হলে পরিষ্কার, সাদা হলে অপরিষ্কার বলো আমি কে?
উত্তর : ব্ল্যাক বোর্ড।

ধাঁধা
নুসরাত জাহান
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১। তিন অক্ষরের নাম যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে একটি ফুলের নাম হয়। মাঝের অক্ষর বাদ দিলে মাছের একটি অঙ্গের নাম হয়। বলতো উত্তরটি কী হবে?
উত্তর : আকাশ।
২। আট পায়েতে বুনেছে জাল, দিবারাত্রি ধরে। জালে বসেই করছে শিকার জালটা সেই নড়ে। বলতো উত্তরটি কী হবে?
মাকড়সা।
৩। আদি স্থানে ২১ দিয়ে ৫ অঙ্কের সংখ্যা ভাই। ৪ দিয়ে করলে গুণ উল্টে যায় সংখ্যাই। বলতো উত্তরটি কী হবে?
উত্তর : ২১৯৭৮।
৪। কোন বাচ্চা কাঁদে না?
উত্তর : চৌবাচ্চা।
৫। এমন তিনটি সংখ্যা বল যেগুলোর যোগফল ও গুণফল একই হয়?
উত্তর : ১, ২ ও ৩।

ধাঁধা
ঐতিহ্য মাসুদ ঐশ্বী
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৬
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১। কোন প্রাণীর হাঁটুতে নাক?
উত্তর : ফড়িং
২। ভাষা আছে কথা আছে সাড়া শব্দ নাই।
প্রাণীর কাছে থাকে কিন্তু নিজের প্রাণ নাই।
উত্তর : বই

ধাঁধা
ভূমিকা চৌধুরী
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : =
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১। গায়ে জড়ালো শীত যায় বনে থাকলে দামী হয়?
উত্তর : শাল।
২। দিন-রাত একই কথা শুধু রয়ে যায়
তবু লোকে সময় জানতে তার মুখে চায়?
উত্তর : ঘড়ি।
৩। গাছ নেই আছে পাতা মুখ নেই বলে কথা।
উত্তর : বই-কলম।